দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... MAY ৩ ০ 2000
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ছাত্র হত্যায় জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও চঃবিঃ খোলার দাবীতে চট্টগ্রামে তোলপাড়

আবদুল মালেক ॥ ছাত্র হত্যার দায়ে অভিযুক্ত মুজিববাদী ছাত্র লীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও অনতিবিলম্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সচল করার দাবীতে পৃথক পৃথক কর্মসূচীতে চট্টগ্রামে তোলপাড় চলছে। গত বছর নিহত ৩ ছাত্রের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন এই দাবীতে গতকাল অনশনব্রত পালন করেন। ক্যাম্পাসে গতকাল থেকে আমরণ অনশন শুরু করেছে 'সাধারণ শিক্ষার্থী সমাজ'।

এদিকে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল সাধারণ শিক্ষকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত স্মরণকালের সর্ববৃহৎ মতবিনিময় সভায় তোপের মুখে পড়েছেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান। তার উদ্দেশে বক্তৃতাকালে অনেক শিক্ষক মন্তব্য করেন এতগুলো ছাত্র হত্যাকাণ্ডের পর বিবেকের তাড়নায় ভিসি পদ থেকে তার সরে পড়ে শিক্ষকদের সম্মান রক্ষা করা উচিত। আগের অনেক শিক্ষক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, আওয়ামী লীগের লাঠি ব্যবহার করে জোরপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় সচল করার চেষ্টা করা হলে, ১৯৯০ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

ভিসি প্রফেসর মান্নান আজ (রবিবার) সিন্ডিকেট সভা আহবান করেছেন। প্রাক্তন দাবীতে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য এই সিন্ডিকেট সভা ঘেরাও করবে।

সন্ত্রাসীদের হাতে গত বছর ১৫ মে নিহত হন অর্থনীতি শেষ বর্ষের ছাত্র জোবায়ের হোসেন। ১৯ ডিসেম্বর একই মাসে নিহত হন বাংলা বিভাগের ছাত্র রহিম উদ্দিন ও ফিন্যান্স বিভাগের ছাত্র মাহমুদুল হাসান। এই ৩ সন্তান হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবীতে তাদের পিতা-মাতা গতকাল চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে অনশন পালন করেন। বেলা ১১টা থেকে বেলা প্রায় ৩টা পর্যন্ত ৪ ঘণ্টাব্যাপী অনশনে ৪ দলীয়

৩-এর পাতায় দেখুন

ছাত্র হত্যায় জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও চঃ বিঃ খোলার দাবীতে চট্টগ্রামে তোলপাড়

৮-এর পৃষ্ঠার পর

বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, অভিভাবক ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। অনশন পালনের জন্য সুদূর টাঙ্গাইল থেকে চট্টগ্রাম আসেন নিহত ছাত্র জোবায়ের-এর বৃদ্ধ পিতা রহমত উল্লাহ মাস্টার। লক্ষ্মীপুর থেকে আসেন নিহত ছাত্র মাহমুদুল হাসানের বৃদ্ধ পিতা মাওলানা আব্দুস জাহের, বৃদ্ধা মা সালেহা খাতুন, বড় ভাই ফজলুল হাসান, ছোট ভাই রেদওয়ানুল হাসান ও চাচা মাওলানা আবদুল বাসেত। সাতকানিয়ার চরতি থেকে এসে অনশনে যোগ দেন নিহত ছাত্র রহিম উদ্দীনের বিধবা মা খোরশেদা বেগম, চাচা কুতুবউদ্দীন ও ভাই শামসুল ইসলাম। অনশন কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন মাহমুদুল হাসানের বড় ভাই ফজলুল হাসান। অনশনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে বক্তৃতা করেন ৪ দলীয় বিরোধী জোটের পক্ষে সাবেক মেয়র, রাষ্ট্রদূত ও সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক এডভোকেট মীর মোঃ নাসির উদ্দীন, পরিষদের যুগ্ম আহবায়কবৃন্দ জাতীয় পার্টির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, ইসলামী ঐক্যজোটের এডভোকেট আহমদ ছগির, সাবেক ডেপুটি মেয়র ও মহানগর বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক দস্তগীর চৌধুরী, জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা শামসুল ইসলাম, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী, পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ সভাপতি ডাঃ নূরুন্নবী, প্রবীণ আইনজীবী এডভোকেট শামসুদ্দীন মির্জা, দৈনিক কর্ণফুলীর প্রকাশক আফসার উদ্দীন চৌধুরী, শ্রমিক নেতা এম এ তাহের, মহিলা নেত্রী অধ্যাপিকা শামীমা আফরোজ, বেগম ফজিলা তাহের, যুবনেতা আবু মুজাফফর মোঃ আক্কাছ, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতা মিজবাহুল কবির, মাহবুবের রহমান শামীম, মুজিবুর রহমান মঞ্জু, মোশাররফ হোসেন দিপ্তী, এম এ হামিদ, আতিকুর রহমান সিদ্দিকী, সুজাউদ্দীন, মোরশেদুল ইসলাম চৌধুরী, মিয়া মোঃ তৌফিক, ইলিয়াস আতহারী, মাহফুজুল ইসলাম চৌধুরী, সাইফুর রহমান শপথ প্রমুখ। অনশন পরিচালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জহির রায়হান শামীম।

বক্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিববাদী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা ও হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে সন্ত্রাসীরা একের পর এক ছাত্রকে পাখির মত হত্যা করছে। কিন্তু তারা কোন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করছে না। অনশন ও বক্তৃতা চলাকালে নিহত ৩ ছাত্রের বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিতে দেখা গেছে। বেলা প্রায় ৩টার দিকে মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ শরবত পান করিয়ে অনশন ভঙ্গ করান। সভাপতির ভাষণে নিহতদের পরিবারের পক্ষ হতে ফজলুল হাসান তার ভাষায় বলেন, 'আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা সন্তান হারিয়েছেন। আমি হারিয়েছি আমার ভাই। কিন্তু রাষ্ট্র ও ভার্সিটি প্রশাসন এ হত্যাকাণ্ডের বিচার করছে না। তাই আমরা বাধ্য হয়ে অনশন করছি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করছি। কিন্তু সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচার করা না হলে ভার্সিটিতে গিয়ে অনশন করব, প্রয়োজনে শহীদ পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে ভার্সিটি অবরোধ করব'।

এদিকে, অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় সচল করার দাবীতে সাধারণ শিক্ষার্থী সমাজের ব্যানারে গতকাল থেকে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাসে আমরণ অনশন শুরু করেছে। কলা ভবন চত্বরে এই অনশন চলছে। তাদের অনশন ভঙ্গ করানোর জন্য প্রক্টর প্রফেসর গাজী সালাহউদ্দীন কয়েক দফা চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বিকেল ৪টার দিকে প্রক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ছাত্র-ছাত্রীরা বলেছে, শার্টল ট্রেনের হুইশেল না শোনা পর্যন্ত তারা অনশন ভঙ্গ করবে না। প্রক্টরবৃন্দ ও পুলিশ কর্মকর্তারা অনশনকারীদের প্রহরায় রয়েছেন।

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার সাড়ে ৪ মাসের মাথায় ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান গতকাল সাধারণ শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। স্মরণাতীতকালের এই সর্ববৃহৎ শিক্ষক সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। প্রো-ভিসি ডঃ আবু ইউসুফ উপস্থিত থাকবেন বলে ঘোষণা দেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি যাননি। অসুস্থতার কারণে তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি পাঠান বলে জানা গেছে। মতবিনিময় সভায় ভিসি মান্নান বিক্ষুব্ধ শিক্ষকদের তোপের মুখে পড়েন। অধিকাংশ শিক্ষক ভার্সিটির বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ভিসি প্রো-ভিসির রাজনৈতিক চিন্তাপ্রসূত ভূমিকাকে দায়ী করেন। তারা বলেন, শত শত পুলিশ থাকা সত্ত্বেও পাখির মত ছাত্র হত্যার ঘটনা ঘটছে। কিন্তু কোন হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি। এই অবস্থা চলতে পারে না। শিক্ষক হিসেবে সবার বিবেক রয়েছে শিক্ষকদের সম্মান রক্ষার্থে ভিসি প্রো-ভিসির উচিত পদত্যাগ করা। একজন শিক্ষক হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আন্দোলনকারীদের সাথে সমঝোতার পথ পরিহার করে জোরপূর্বক ভার্সিটি সচল করার পরিণতি ১৯৯০ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে।

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে তৎকালীন ভিসি আলমগীর সিরাজের অপসারণের দাবীতে ছাত্রশিবির হরতাল-অবরোধ পালন করে। সে সময় বামদলীয় ছাত্রঐক্য ও শিক্ষকবৃন্দ জোরপূর্বক ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে ভয়াবহ সংঘর্ষে ফারুক নামে এক ছাত্রনেতা নিহত হয়।

গতকালের বৈঠকে শিক্ষকবৃন্দ সিনিয়র শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন এবং এই কমিটির মাধ্যমে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ভার্সিটি সচল করার দাবী জানান।